ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1873-1886
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.411

বাক্যার্থবোধের স্বরূপ: ন্যায় ও বৈশেষিক মতের একটি পর্যালোচনা

রাহুল মান্না, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the Nyāya system of philosophy, four kinds of valid means of knowledge (pramāṇa) are accepted: perception (pratyakṣa), inference (anumāna), comparison (upamāna), and verbal testimony (śabda). In contrast, the Vaiśeṣika system recognizes only two pramāṇas, namely perception and inference. However, it is not tenable for the Veda-authoritative Vaiśeṣikas to deny the validity of śabda altogether. This raises an important question: do they accept the authority of the Veda while rejecting the validity of ordinary (laukika) verbal statements? Such a position is equally implausible, for without acknowledging the validity of ordinary linguistic communication, everyday practical life would become impossible. Therefore, the validity (prāmāṇya) of verbal cognition (śābdabodha) is implicitly accepted in both Nyāya and Vaiśeṣika systems. While the Naiyāyikas accord śabda the status of an independent pramāṇa, the Vaiśeṣikas do not grant it such autonomy. Instead, they attempt to subsume verbal cognition under inference. To establish this, Vaiśeṣika philosophers advance two types of inferential models: padapakṣaka (word-based) inference and padārthapakṣaka (meaning-based) inference, both aimed at explaining sentence-meaning comprehension. According to the Vaiśeṣika view, just as the hetu (middle term) in inference functions in a specific manner to produce knowledge of the sādhya (probandum), so too does the word function in generating the cognition of sentence meaning. To properly understand this standpoint, it is necessary first to examine these two forms of inference accepted by the Vaiśeṣikas and critically evaluate their adequacy. Subsequently, by analyzing the nature of verbal cognition as understood by the Naiyāyikas, it becomes evident that the process of sentence-meaning comprehension (śābdabodha) is distinct from inferential cognition. This demonstrates why śabda must be regarded as an independent pramāṇa. Furthermore, it establishes that the causal conditions (kāraṇa and karaṇa) underlying inference are fundamentally different from those that give rise to verbal cognition.

Keyword: pramāṇa, anumāna, śābdabodha, padapakṣaka inference, padārthapakṣaka inference.

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় সমানতন্ত্ররূপে স্বীকৃত হলেও তাদের মধ্যে যে যে বিষয়ে মতপার্থক্য আছে তার মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা অন্যতম। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং

শব্দ এই চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে।[1] অপরপক্ষে, বৈশেষিক দর্শনে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদে দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে।[2] কিন্তু শব্দকে প্রমাণরূপে অস্বীকার করা বেদ প্রামাণ্যবাদী বৈশেষিকের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কি তাঁরা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন কিন্তু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন? এই পক্ষও সম্ভব নয়। কারণ লৌকিক বাক্যকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করলে দৈনন্দিন ব্যবহার অসম্ভব। সেই কারণে শাব্দবোধের প্রমাত্ব তথা প্রামাণ্য ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত। শব্দকে নৈয়ায়িক অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও বৈশেষিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দেননি। শব্দ বা বাক্য শ্রবণ জন্য বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান যে প্রমাও হতে পারে এই বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই। কিন্তু ন্যায়মতে শাব্দ বুদ্ধি একটি স্বতন্ত্র প্রমা। অপরপক্ষে, বৈশেষিক মতে শাব্দ বুদ্ধি অনুমিতিরূপ প্রমার অন্তর্ভুক্ত, তদতিরিক্ত প্রমা নয়। ফলস্বরূপ শব্দকে তাঁরা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করেননি, তাকে অনুমানের অন্তর্গতরূপে স্বীকার করেছেন। এখানেই উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ।

আমারা জানি প্রমার করনকে প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণ হতে গেলে তাকে প্রমার জনক হতে হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রমাণ হতে গেলে তাকে স্বতন্ত্র প্রমার জনক হতে হয়। শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে গণ্য করা যায় যদি তা প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন শাব্দবোধের জনক হয়। বৈশেষিক মতে শব্দ অনুমিতি অতিরিক্ত শাব্দবোধের জনক নয়। কারণ শব্দ যে প্রক্রিয়াতে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করে তা অনুমান প্রক্রিয়ার থেকে অভিন্ন। অনুমান যে প্রক্রিয়াতে উৎপন্ন হয় শব্দও সেই প্রক্রিয়াতেই বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করায়, উৎপন্ন প্রমাটি অনুমিতি স্বরূপ।[3] অনুমিতি ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনে স্বীকৃত প্রমা। সেই কারণে শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে অনুমিতি রূপে গণ্য করলে লাঘব পক্ষ অবলম্বিত হয়; তাকে অতিরিক্ত প্রমা রূপে স্বীকার করলে বরঞ্চ গৌরব হয়। কেবলমাত্র শব্দ হেতু উৎপন্ন হয় বলেই যদি তাকে অতিরিক্ত শাব্দবোধ বলে স্বীকার করতে হয় তবে জ্ঞানের অপরাপর অন্য প্রকারভেদও স্বীকার করতে হয়। যেমন আকার, ইঙ্গিত থেকেও তো জ্ঞান জন্মায়, তাদেরও কি আমরা স্বতন্ত্র বোধ বলে স্বীকার করি। অনুব্যবসা নামক মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই জ্ঞানের স্বরূপ জানার যায়। জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর যে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয় সেই অনুব্যবসায়ে জন্য জ্ঞানটির যে বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় সেই বৈশিষ্ট্যই তার অন্যান্য প্রকার জ্ঞান থেকে তার ভেদের সূচক। বৈশেষিক মতে শব্দ শ্রবণ হেতুক উৎপন্ন জ্ঞানের অনন্তর “অহং অনুমিনোমি” এই আকারের অনুব্যবসায়ই তার নির্ধারক। অপরপক্ষে, নৈয়ায়িক মতে বাক্যার্থবোধ যে অতিরিক্ত শাব্দবোধই এই বিষয়ে প্রমাণ উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তির অনন্তর “অহং শাব্দয়ামি” এই আকারের অনুব্যবসায়। অনুব্যবসায়কে যদি জ্ঞান স্বরূপের নির্ধারক বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে বাক্যার্থবোধকে বৈশেষিকমত অনুসরণপূর্বক অনুমিতি এবং নৈয়ায়িক মতানুসারে শাব্দবোধ বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্ত একটি জ্ঞান একই সময়ে শাব্দ ও অনুমিতি উভয়ই হতে পারে না। কারণ শাব্দত্ব ও অনুমিতিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ।

---

১ "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।। ন্যায়সূত্র, ১/১/৩।।"

২ বিভিন্ন বৈশেষিকসূত্রের মাধ্যমে এটি সূচিত হয়েছে, যেমন:-

“সংশয়নির্ণয়ান্তরাভাবচ্চ জ্ঞানান্তরত্বে হেতুঃ”||১০/১/২||

“তয়োর্নস্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্”|| ১০/১/৩।।

৩ “শব্দোহনুমানমর্থস্যানুপলব্ধেরনুমেয়ত্বাৎ”|| ন্যায়সূত্র, ২/১/৪৯।।

বাক্যার্থবোধ অনুমান প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন হয় বা বাক্য শ্রবণ পূর্বক যে বাকর্থবোধ উৎপন্ন হয় তা অনুমিতাত্মক, এই বৈশেষিক মতের সম্যক উপলব্ধির জন্য বৈশেষিকসম্মত অনুমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে বৈশেষিক স্বীকৃত অনুমানের স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন। আবার, নৈয়ায়িকগণ কেন বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত শাব্দবোধরূপেই স্বীকার করেন তা বোঝার জন্য নৈয়ায়িক সম্মত শাব্দবোধের স্বরূপও আমাদের আলোচনা করতে হবে।তবেই উভয় সম্প্রদায় শাব্দবোধের উৎপত্তিতে বাক্যরূপ শব্দ কিরূপ ভূমিকা স্বীকার করেন তা বোঝা যাবে।

বৈশেষিকমতে অনুমিতির উৎপত্তিতে হেতুর যে ভূমিকা শাব্দবোধ বা, বাক্যার্থবোধ উৎপত্তিতে শব্দের ভূমিকাও অনুরূপ, আবার হেতু সাধ্যের মধ্যে যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধ আছে ঠিক তেমনি শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্যবাচক ভাব সম্বন্ধ আছে।[4] বক্তব্য বিষয় হলো অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা যেখান ধুম হেতুকে দেখি সেখানে আগুন সাধ্যের উপলব্ধি হয় না সেজন্য তাকে আমরা অনুমেয় মানছি। ঠিক সেরকম ঘট, পট ইত্যাদি শব্দ শুনে ঘট পদার্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হওয়ার সত্ত্বেও ঘট পদার্থের স্মরণ পূর্বক শাব্দবোধ হয়। যেমন অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা হেতু দেখে সাধ্যের অনুমান করছি ঠিক তেমনি শব্দ শ্রবণ করে আমরা অর্থের স্মরণ করছি। তাই শাব্দবোধ অনুমান। বস্তুতঃ এই যুক্তির ভিত্তিতে বৈশেষিক দর্শনে বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তাঁরা বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করতে পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক ভেদে দুই ধরণের অনুমান প্রদর্শন করেন। অনুমানস্থলে হেতুটি যে রূপে ও যে প্রক্রিয়ায়, সাধ্যের অনুমিতি উৎপত্তিতে সাহায্য করে শব্দও অনুরূপভাবে বাক্যার্থবোধউৎপত্তিতে সাহায্য করে বৈশেষিকগণের এই অভিমত উপলব্ধি করতে হলে বৈশেষিকগণ সম্মত পদপক্ষক অনুমান ও পদার্থপক্ষক অনুমানের আলোচনা পূর্বক উভয়ের গ্রহণযোগ্যতাও বিচার করা প্রয়োজন। তারপর নৈয়ায়িকসম্মত শাব্দবোধের স্বরূপ আলোচনা দ্বারা নৈয়ায়িক বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের শাব্দবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়া যে অনুমান উৎপত্তির থেকে স্বতন্ত্র এবং শব্দ কেন পৃথক প্রমাণ তা স্পষ্ট হবে। অনুমিতির কারণ, করণ যে শাব্দবোধের কারণ ও করণ থেকে ভিন্ন তাও প্রতিপন্ন হবে।

পদপক্ষক অনুমান স্বরূপ: যে অনুমানের সাহায্যে বৈশেষিকগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করেন সেই অনুমানের সম্পূর্ণ আকারটি কীরূপ? বৈশেষিক আচার্যগণ তাঁদের সিদ্ধান্তস্থাপনের জন্য উক্ত অনুমান প্রদর্শন করেছেন। এমনকি নৈয়ায়িকগণও পূর্বপক্ষের অভিমত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৈশেষিক সম্মত উক্ত অনুমান উপস্থাপন পূর্বক খণ্ডন করেছেন।' বৈশেষিকগণের আলোচনা থেকে বোঝা যায় তাঁরা বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করতে পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক ভেদে দুই ধরণের অনুমান প্রদর্শন করেন। উক্ত অনুমানগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বৈশেষিকগণের অভিমত অনুধাবন করতে পারি। প্রথমে আমারা বৈশেষিক সম্মত পদপক্ষক অনুমানের স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে উক্ত অনুমানের দ্বারা বৈশেষিক প্রদত্ত বাক্যার্থের অনুমিতির স্বরূপ কি প্রকার এবং এই অনুমানের মাধ্যমে বৈশেষিকের কোন্ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। পদপক্ষক অনুমানের পর আমারা পদার্থপক্ষক অনুমানের পর্যালোচনা করবো। অতঃপর তার গ্রহণযোগ্যতা কতোখানি তা আলোচনা করে দেখতে হবে।

পদপক্ষক অনুমান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা যে অনুমানটির উল্লেখ করবো সেটি হল "এতানি পদানি স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকাণি আকাক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্বাৎ গামভ্যাজেতি

[4] "সম্বন্ধাচ্চ"|| ন্যায়সূত্র, ২/১/৫১।।

পদকদম্ববদিতি”।[5] অর্থাৎ, এই পদগুলি স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বক প্রযুক্ত, যেহেতু এই পদগুলি আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট হয়ে ঐসকল অর্থের স্মারক। যেমন, গামভ্যাজ এই পদসমূহ। এই অনুমানে প্রযুক্ত (সামান্য) ব্যাপ্তির আকারটি হল "যত্র যত্র আকাক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্ব তত্র তত্র স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব"। এই অনুমানটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই অনুমানে পক্ষ হল এই পদসমূহ, সাধ্য হল স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব, হেতু হল আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্ব। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হলো গামভ্যাজ এই পদসমূহ।উক্ত অনুমানের সাধ্য হল স্মারিতার্থ সংসর্গ জ্ঞান পূর্বকত্ব। এই জ্ঞান বক্তারই; যিনি এই জ্ঞানের উপস্থাপনার্থে আলোচ্য বাক্যের উপস্থাপনা করেছেন। কিন্তু বৈশেষিকের অভিপ্রায় তো হচ্ছে বাক্যার্থের অনুমিতিত্ব স্থাপন করা। এখন উক্ত পদপক্ষক অনুমানে হেতুর দ্বারা বক্তারস্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব সিদ্ধ হলেও বাক্যার্থের বোধ অর্থাৎ পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সিদ্ধি হয় কীরূপে? এই অনুমানের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, বক্তা যে বাক্য প্রয়োগ করেছেন সেই বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ শ্রবণ করলে যে অর্থের স্মরণ হয় সেই অর্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞানপূর্বক বক্তা উক্ত পদসমূহ প্রয়োগ করেছেন। উক্ত অনুমান স্থলে সরাসরি বক্তার পদার্থ সংসর্গ জ্ঞানের অনুমান হয় শ্রোতার। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় উক্ত অনুমানে পদার্থ সমূহের সংসর্গ অনুমিত হচ্ছে কিভাবে? উক্ত অনুমানের সাধ্যরূপে 'স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব' সিদ্ধ হলেও পদার্থ সমূহের সংসর্গবোধরূপ বাক্যার্থের বোধ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ, উক্ত অনুমানের দ্বারা পদার্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞান হয় না বরং, পদার্থসমূহের সংসর্গজ্ঞানের জ্ঞান হয়। সুতরাং উক্ত অনুমানের দ্বারা বাক্যার্থবোধে অনুমিতিত্ব স্থাপন সম্ভব নয়।

বৈশেষিক পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর কি হতে পারে তা আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে উল্লেখ করতে পারি। যেমন, ঘটজ্ঞানের জ্ঞান (অনুব্যবসায়) কালে উক্ত অনুব্যবসায়ের বিষয়রূপে ঘটজ্ঞান এবং ঘটজ্ঞানের আশ্রয় আত্মার যেমন বোধ হয়তেমনি ঘটজ্ঞানের বিষয় যে ঘট সেটিও বিষয় হয়ে থাকে। তেমনি 'গামানয়' এই বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতা যদি এইরূপ অনুমান করেন যে, এই পদসমূহ স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বক, যেহেতু এই পদগুলি আকাঙ্ক্ষাদিযুক্ত এবং ঐ ঐ অর্থের স্মারক, যেমন 'গামভ্যাজ' এই বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহ; তা হলে উক্ত অনুমানের যেটি সাধ্য তথা অনুমেয়, সেই অনুমিতির বিষয়রূপে উক্ত ‘পদার্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞান’ যেমন বিষয় হবে তেমনি সেই জ্ঞানের বিষয়রূপে ‘পদার্থসমূহের সংসর্গ’ও বিষয় হবে। অর্থাৎ, জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান স্ববিষয়ীভূত জ্ঞানের বিষয়কেও বিষয় করে। বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলা যায়, বস্তুতঃপক্ষে উক্ত অনুমানে বক্তা কর্তৃক উচ্চারিত পদ সমূহ পক্ষরূপে ব্যবহৃত হয়। সাধ্য হলো সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব এবং এক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদস্মারিতত্ব হেতুরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ পদার্থসংসর্গ জ্ঞান বক্তার পদার্থসংসর্গ জ্ঞানপূর্বকত্বের অংশবিশেষ। বৈশেষিক মতে শ্রোতার সেই বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান জন্মাতেই পারে না কেবলমাত্র বক্তার পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের জ্ঞানের মাধ্যমে ছাড়া। নৈয়ায়িক কিন্তু এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন পদার্থসংসর্গের জ্ঞান স্বতন্ত্র উপায়ে লাভ করা সম্ভব। মূলতঃ এই বিষয়েই বৈশেষিকের সঙ্গে ন্যায়মতের পার্থক্য। পদার্থসংসর্গ অনুমিত হলে যে উদ্দেশ্য সাধন করে বক্তার পদার্থসংসর্গের অনুমিতির অংশ হিসাবেও তা একই উদ্দেশ্য সাধন করে। তাই, বাক্যার্থের জ্ঞান অর্থাৎ সংসর্গেরজ্ঞান উক্ত পদপক্ষক অনুমানের দ্বারা হয় না এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়।[6]

[৫] উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী*, নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃষ্ঠা: ৫৭৩।

[৬] "তস্য চ সংসৃজ্যমানোপহিতস্যৈবাবচ্ছেদকত্বান্ন বিশেষাপ্রতিলম্ব ইতি।"- উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৭।

উপস্কারকার শঙ্করমিশ্রও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে পদপক্ষক অনুমানের সাধ্যরূপে যা স্বীকার করা হয়েছে সেই সাধ্যের বিষয়রূপেই পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের জ্ঞান হয়ে যায়।[7]

বৈশেষিকগণের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্বস্বীকৃতি হল- জ্ঞানের জ্ঞান পূর্ব জ্ঞানের বিষয়কেও বিষয় করে। অর্থাৎ, জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার অর্থ পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয়েরও জ্ঞান হওয়া। অর্থাৎ ঘটজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিষয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘটও বিষয় হয়। ফলে ঘটজ্ঞানের জ্ঞান হলে ঘটেরও জ্ঞান হয়ে যায়। বৈশেষিকগণ বলেন বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান অনুমিত হলেই বাক্যার্থেরও অনুমিতি হয়ে যায়। বাক্যার্থ উভয় জ্ঞানেই বিষয় হয়েছে। সেই কারণে বাক্যার্থ জ্ঞানের জ্ঞান বাক্যার্থ জ্ঞানও বটে। কিন্তু নৈয়ায়িক পক্ষ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, ঘট বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান এবং ঘট বিষয়ক জ্ঞান এই দুটি জ্ঞান অভিন্ন কীভাবে হবে? যেমন ঘটজ্ঞান ও ঘটজ্ঞানের জ্ঞান কখনোই এক হতে পারে না তেমনই বাক্যার্থজ্ঞান ও বাক্যার্থজ্ঞানের জ্ঞান এই দুটিও এক হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রথম জ্ঞানের বিষয় হলো বাক্যার্থ, আর দ্বিতীয় জ্ঞানটি হলো বাক্যার্থ জ্ঞানের জ্ঞান। বিষয়ের জ্ঞান সেই জ্ঞানের জ্ঞান কখনোই এক হতে পারে না কারণ, প্রথম জ্ঞানটি দ্বিতীয় জ্ঞানের এক অর্থে প্রকার হয়েছে। কেউ ঘটকে জানলো। অতঃপর তার 'আমি ঘটকে জানি' এই আকারের ঘটজ্ঞানের জ্ঞান হল। 'ঘট' এই আকারের জ্ঞানের প্রকার অংশে ভাসমান হল ঘটত্ব। কিন্তু ঘট জ্ঞানের জ্ঞান অংশে ঘটত্ব প্রকার হয়নি। বরঞ্চ ঘটত্ব প্রকারতাবচ্ছেদক অংশে ভাসমান। সুতরাং দুটি জ্ঞান অভিন্ন হওয়ার অবকাশ কোথায়? পরিষ্কার করে বলতে গেলে আলোচ্য স্থলে বস্তুতঃপক্ষে এই জ্ঞানদুটিকে এক বলা সম্ভব নয়। পদার্থসংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞান এবং পদার্থ সংসর্গের জ্ঞান কখনও এক হতে পারে না। কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, বক্তার পদার্থ সংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞান পদার্থ সংসর্গের জ্ঞান ছাড়া অনুমিত হতে পারে না। কিন্তু পদার্থসংসর্গের জ্ঞান পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের জ্ঞানের অবচ্ছেদকরূপে থাকায় তা পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। অথবা ভিন্ন ভাষায় সেই জ্ঞানকে পদার্থসংসর্গের জ্ঞান বলা যায় না। পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের প্রকারাংশে যা ভাসমান পদার্থসংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞানে তাই প্রকাররূপে ভাসমান না হওয়ায় জ্ঞানদ্বয়কে ভিন্ন বলেই মানতে হবে।[8]

যদি বলা হয় বাক্যার্থটি অনুমিতই হবে, কারন বাক্য শ্রবণজন্য সরাসরি বক্তার বাক্যার্থবোধের অনুমান করা হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে বাক্যার্থটিও অনুমিত হচ্ছে তাও সম্ভব নয়। আমরা ব্যাপকের অনুমান করি যার সঙ্গে ব্যাপকের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে সেই ব্যাপ্যের জ্ঞানের ভিত্তিতে। এখন ব্যাপক যে তাতে ব্যাপকতা ধর্ম আছে। ব্যাপকতা আবার নির্দিষ্ট ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, যাকে বলে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম। তাহলে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম বিশিষ্ট ব্যাপক হলো অনুমিতির বিধেয় বা, সাধ্য। আমাদের আলোচ্য এই অনুমানস্থলে অনুমেয় হলো বক্তার বাক্যার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব। বাক্যার্থসংসর্গ হচ্ছে সেই বক্তার জ্ঞানের বিষয়। বক্তার যে জ্ঞানের অনুমান করা হচ্ছে তার নিরূপক বা অবচ্ছেদক হলো পদার্থসংসর্গ। কিন্তু প্রশ্ন হলো ব্যাপক অনুমেয় হলেও তন্নিষ্ঠ যে ব্যাপকতাবচ্ছেদক তা কি অনুমেয় হয়? ব্যাপকতাধর্মাবচ্ছিন্ন ব্যাপকের অনুমান হয় একথা ঠিক, কিন্তু যদি বলা হয়, বক্তার বাক্যার্থবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানের ভিত্তিতে বাক্যার্থের অনুমান হয় তাহলে বলতে হবে, বাক্যার্থরূপ যে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম তারও অনুমান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেব্যাপকতাবচ্ছেদক

---

[৭] "...জ্ঞানবচ্ছেদকতয়াহভিমতবিশেষসিদ্ধিঃ।"- শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার,* নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৫০১।

[৮] "ন চৈবমর্থাসিদ্ধিঃ, জ্ঞানবচ্ছেদকতয়ৈব তৎসিদ্ধিঃ।"- উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য,কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৭।

ধর্মের অনুমান হয় না, ব্যাপকের অনুমান হয়ে থাকে। বৈশেষিকমত অনুসরণ করলে বলতে হয়, জ্ঞানের জ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু আমরা দেখি যে, বস্তুতঃ পার্থক্য আছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে জ্ঞানদুটির প্রকার ভিন্ন। উপরন্তু জ্ঞানটি না থাকলে জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ 'ঘট' এই আকারের জ্ঞানটি থাকলে তবেই ঘটজ্ঞানের জ্ঞানের অবকাশ আছে। জ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি পূর্ববর্তী জ্ঞানটি এক অর্থে কারণ। কারণ না থাকলে কার্য উৎপত্তির প্রসঙ্গ নেই।

সাধারণতঃ দার্শনিকগণ মনে করে থাকেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রসঙ্গ আবশ্যিকভাবেই আসবে। বস্তুতঃ বাক্যশ্রবণ করে অর্থবোধ হয় ও তজ্জন্য প্রবৃত্তিও হয়। বৈশেষিক মত স্বীকার করলে শ্রোতার বক্তার বাক্যার্থ জ্ঞানের অনুমিতি থেকে প্রবৃত্তি হয় তা বলতে হবে। কিন্তু বস্তুতঃ এই পক্ষে একইসাথে গৌরব দোষ ও ব্যভিচার দোষ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কার্যকারণের সামানাধিকরণ্যও ব্যাহত হয়। যাঁর বস্তুর জ্ঞান আছে তাঁরই সেই জ্ঞান জন্য উক্ত বস্তু বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় স্বীকার করলে জ্ঞান ও প্রবৃত্তির আশ্রয়কে অভিন্ন বলতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বক্তার বস্তু বিষয়ক যে জ্ঞান হয়ে থাকে তার জন্য শ্রোতার প্রবৃত্তি কীরূপে স্বীকার করা যাবে? বস্তুতঃ বক্তার কোনও বিষয়ের জ্ঞানের জ্ঞান শ্রোতার থাকলেও সেই বিষয়ে শ্রোতার প্রবৃত্তি হয়নি এই রকম হতেই পারে। অর্থাৎ শ্রোতার, বক্তার বাক্যার্থ জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান থাকলেও সেই বিষয়ক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়নি এমন সম্ভাবনা বর্তমান।

'ক' বিষয়ক জ্ঞান, 'ক' বিষয়ক প্রবৃত্তির হেতু হলে 'ক' বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান থেকে 'ক' বিষয়ক প্রবৃত্তি হয় স্বীকার করলে তা গৌরব দোষে দুষ্ট হবে। কোনো বিষয়ক জ্ঞানকে যদি আমি উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুরূপে পেয়েই যাই তাহলে অনর্থক তার জ্ঞানের জ্ঞানকে উক্ত বিষয়ের প্রবৃত্তির হেতুরূপে কল্পনা করতে যাবো কেন? সেক্ষেত্রে লাঘব নীতি লঙ্ঘিত হবে এবং উক্ত মতটি গৌরব দোষে দুষ্ট হবে, যা কখনোই নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রেত হতে পারে না। বস্তুতঃ বাক্যের বক্তার 'ক' বিষয়ক জ্ঞান আছে তা জানলেও শ্রোতার 'ক' বিষয়ক প্রবৃত্তি নাও হতে পারে। যাঁর "ইদং রজতম্" এইরূপ জ্ঞান আছে তাঁরই রজত আহরণে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হতে দেখা যায়। বক্তার রজত বিষয়ক জ্ঞান আছে এটি জানা সত্ত্বেও রজত আহরণে কারও প্রবৃত্তি নাই হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যভিচারের সম্ভাবনা বর্তমান এবং ব্যভিচারের সম্ভাবনা কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্বীকারের প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে।

পদপক্ষক অনুমানের বিরুদ্ধে অন্য আপত্তির উত্থাপনও সম্ভব। বৈশেষিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমানের পদার্থসমূহেরসংসর্গরূপ সাধ্য সিদ্ধি করতে হলে উক্ত অনুমানের হেতুর বিষয়ীভূত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান ব্যতীত হেতুর জ্ঞান সম্ভব নয়। আর হেতুর জ্ঞান না হলে উক্ত হেতুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব হবে না। এখন দেখা যাক হেতুর বিষয়ীভূত আকাঙ্ক্ষা শব্দের দ্বারা 'বিশেষণ-বিশেষ্যভাব' বা 'বিশেষণ - বিশেষ্যভাবযোগ্যতা' কোনটিকেই গ্রহণ করা যায় কিনা।কারণ, বিশেষণবিশেষ্যভাব বলতে বিশেষণ ও বিশেষ্যের সংসর্গকেই বোঝায় যেটি উক্ত অনুমানের সাধ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং, বিশেষণবিশেষ্যভাবরূপ আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর অংশরূপে গ্রহণ করে পূর্বোক্ত প্রকার পদপক্ষক অনুমান প্রয়োগ করলে হেতুর জ্ঞানের দ্বারাই সাধ্যের জ্ঞান হয়ে যাওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেবে। অপরদিকে, বিশেষণবিশেষ্যভাবযোগ্যতাকেও আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না। কারণ, হেত্বংশে নিবিষ্ট 'আকাঙ্ক্ষাদি' অংশের দ্বারা যোগ্যতাকেও বোঝানো হয়ে থাকে। উদয়নাচার্যের মতে হেতুর বিষয়ীভূত যোগ্যতার দ্বারাই বিশেষণবিশেষ্যভাবযোগ্যতার বোধ হয়ে যাওয়ায় হেত্বংশে পৃথকরূপে 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। সুতরাং, আকাঙ্ক্ষার অর্থরূপে বিশেষণবিশেষ্যভাব বা বিশেষণবিশেষ্যভাবযোগ্যতা কোনোটিকেই গ্রহণ করা

যায় না। আবার, পদজন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের পরস্পর অবিনাভাবকেও আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না। কারণ, অবিনাভাবের অভাবেও বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে। যেমন, 'নীলং সরোজম্' এই বাক্যস্থলে নীল ও সরোজের মধ্যে অবিনাভাব নেই। নীল ও সরোজ পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধরহিত হয়েও থাকতে পারে। অর্থাৎ, নীল ও সরোজের মধ্যে অবিনাভাব না থাকলেও 'নীলং সরোজম' এই বাক্য থেকে বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে। সুতরাং, অবিনাভাবকে আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না।[9] আকাঙ্ক্ষা বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝতে হবে? জিজ্ঞাসার যোগ্যতাকেই কি আকাঙ্ক্ষা বলা যাবে? কিন্তু প্রশ্ন হল 'জিজ্ঞাসার যোগ্যতা' বলতে কি বুঝতে হবে? এর উত্তরে বলা যায়, পদস্মারিত পদার্থদ্বয়ের অবিনাভাব এবং শ্রোতার সেই বাক্যজন্য সংসর্গাবগতির প্রাগভাবই জিজ্ঞাসার যোগ্যতারূপে বিবেচিত। আরজিজ্ঞাসার এইরূপ যোগ্যতাই আআকাঙ্ক্ষা।[10] যেমন, 'ওদনং পচতি' এই বাক্য স্থলে বাক্যান্তর্গত পদস্মারিত কারক ও ক্রিয়া এই পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাব রয়েছে। কারণ, ক্রিয়া না থাকলে কারক হয় না, আবার কারক না থাকলে ক্রিয়াও হয় না। আবার 'ওদনং পচতি' এই বাক্যজন্য যে সংসর্গের বোধ সেই সংসর্গবোধের প্রাগভাবও শ্রোতার রয়েছে। অপরদিকে 'নীলম্ উৎপলম্' এই বাক্যস্থলে নীল পদের দ্বারা স্মারিত নীলের দ্বারা আক্ষিপ্ত যে গুণসামান্য এবং উৎপল পদের দ্বারা স্মারিত উৎপলের দ্বারা আক্ষিপ্ত দ্রব্যসামান্যের মধ্যে অবিনাভাব আছে, এবং 'নীলম্ উৎপলম' এই বাক্যজন্য যে সংসর্গবোধ তার প্রাগভাবও শ্রোতার আছে। এইরূপ প্রাগভাবই হল আকাঙ্ক্ষা। আরও প্রশ্ন হতে পারে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাতসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ না স্বরূপসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ? বস্তুতঃ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাতসৎ নয়, স্বরূপসৎরূপেই অন্বয়বোধের কারণ হয়ে থাকে। কারণ, আমরা জানি অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগির জ্ঞানাধীন তাই ঐরূপ প্রাগভাবের জ্ঞান তার প্রতিযোগী যে সংসর্গেবোধ তার জ্ঞানকে অপেক্ষা করে আর সংসর্গবোধের জ্ঞান সংসর্গবোধকে অপেক্ষা করে। সুতরাং, আকাঙ্ক্ষাকে জ্ঞাতসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণরূপে স্বীকার করলে বাক্যার্থবোধের পূর্বেই সংসর্গবোধরূপ বাক্যার্থবোধ স্বীকার করতে হবে। ফলে বাক্যকে অভিনব অর্থেরজ্ঞাপকরূপে স্বীকার করা যাবে না, সেটিকে অনুবাদকরূপে স্বীকার করতে হবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা স্বরূপসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ হওয়ায়, অর্থাৎ জ্ঞাতসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ না হওয়ায় আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করে পদপক্ষক অনুমানের দ্বারা অন্বয়বোধরূপ সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব নয়। কারণ, আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করলে তাকে জ্ঞাতসৎরূপেই গ্রহণ করতে হবে, স্বরূপসৎরূপে নয়। অতএব বৈশেষিক বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য যে পদপক্ষক অনুমান প্রদান করেছেন তার দ্বারা বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব স্থাপন সম্ভব নয়। তাই বাক্যার্থবোধকে পৃথক প্রমিতিরূপে অবশ্যই স্বীকার কারতে হবে। আর বাক্যার্থবোধ পৃথক্ প্রমিতিরূপে স্বীকৃত হলে তার করণকে অবশ্যই স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করতে হবে।

বৈশেষিক সম্মত পদপক্ষক অনুমানের আরেকটি আকার হতে পারে "গৌঃ পদমস্তিত্ববদ্গোগোচরজ্ঞানপূর্বকম্ অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষগৌঃ পদত্বাৎ, যন্নৈবম্ তন্নৈবম্ যথাহহকাশম...।"[11] বিশিষ্ট নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে এইভাবে পদপক্ষক অনুমানের উপস্থাপনা করেছেন, যেখানে বিশেষ ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। পদপক্ষক অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার

---

৯ "ন তাবদ বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ, তস্য সংসর্গস্বভাবতয়া সাধ্যত্বাৎ। নাপি তদ্যোগ্যতা, যোগ্যতয়ৈব গতার্থত্বাৎ। নাপ্যবিনাভাবঃ, নীলং সরোজমিত্যাদৌ তদভাবেহপি বাক্যার্থপ্রত্যয়াৎ।"- তদেব, পৃষ্ঠা: ২৭৯।

১০ "সা চ পদস্মারিত তদাক্ষিপ্তয়োরবিনাভাবে সতি শ্রোতরি তদুৎপাদ্যসংসর্গাবগম প্রাগভাবঃ।"- তদেব, পৃষ্ঠা: ২৮৫-২৮৬।

১১ জগদীশ তর্কালঙ্কার, ২০১৪, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, শ্রী গঙ্গাধর কর (অনুঃ), কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পৃষ্ঠা: ৫৩।

ক্ষেত্রে এই আকারটি অভিনবত্বের দাবী রাখে, তাই এখানে জগদীশ প্রদত্ত আকারটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো। এই অনুমানে বৈশেষিকগণ "গো" পদটিকে পক্ষরূপে গ্রহণ করে অস্তি পদ সাকাঙ্ক্ষ গো পদত্বরূপ হেতুর দ্বারা অস্তিত্ববিশিষ্ট গোবিষয়ক জ্ঞানপূর্বকত্বরূপ সাধ্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তমূলে গৃহীত ব্যাপ্তির আকারটি হলো:- "যত্র যত্র অস্তিত্ববদ্গোগোচরজ্ঞানপূর্বকত্বাভাব তত্র তত্র অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষ গৌঃপদত্বাভাব", যেমন- আকাশ। অর্থাৎ বৈশেষিকগণের অভিপ্রায় হল, "গৌরস্তি" -এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হলে শ্রোতা উক্ত বাক্য শ্রবণ করে অনুমান করতে সক্ষম হবেন যে বক্তা "গো" পদটি অস্তিত্ববিশিষ্ট গোবিষয়ক জ্ঞানপূর্বক প্রয়োগ করেছেন কারণ, "গো" পদটি অস্তি পদের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট। অতএব, বৈশেষিক মতে "গৌরস্তি" এই বাক্য শ্রবণজন্য শ্রোতার যে বাক্যার্থের বোধ হয় সেটি হলো অনুমিতি এবং বাক্যরূপ শব্দ হলো উক্ত অনুমিতির সাধক হেতু। এই অনুমানের খন্ডনও সেখানে করা হয়েছে।

পদার্থপক্ষক অনুমানের স্বরূপ: পদার্থপক্ষক অনুমানের আকারটি প্রদর্শন করতে গিয়ে বৈশেষিক বলেন "এতে পদার্থাঃ মিথঃ সংসর্গবন্তঃ আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভি পদৈঃ স্মারিতত্বাৎ, গামভ্যাজ ইতি পদার্থবৎ"।'[12] অর্থাৎ, এই পদার্থগুলি পরস্পর সংসর্গ বিশিষ্ট যেহেতু এগুলি আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিত। এখানে প্রযুক্ত (সামান্য) ব্যাপ্তির আকারটি হল "যত্র যত্র আকাঙ্ক্ষাদিমডি পদৈঃ স্মারিতত্ব তত্র তত্র মিথঃ সংসর্গবত্তত্ব"। এই অনুমানের পক্ষ হল এই পদার্থগুলি, সাধ্য হল পদার্থ সমূহের পরস্পর সংসর্গ বিশিষ্টত্ব, এবং হেতু হলআকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব। দৃষ্টান্ত হল গামভ্যাজ ইত্যাদি পদার্থসমূহ। বৈশেষিক প্রদত্ত পদার্থপক্ষক অনুমানটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, পদার্থপক্ষক অনুমানের হেতু হল আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব। অর্থাৎ, আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদ উক্ত অনুমানের হেতু হয়নি, আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব হেতু হয়েছে। উদয়নাচার্য তাঁর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলী' শীর্ষক গ্রন্থে বৈশেষিকাচার্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত পদার্থপক্ষক অনুমানের সাধ্য বিষয়ে দুটি বিকল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে উক্ত অনুমানের সাধ্য বিষয়ক উভয় প্রকার বিকল্পই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে বৈশেষিকগণ যখন পদার্থসমূহের সংসর্গকে সাধ্য বলেন তখন তাঁরা উক্ত সংসর্গের নিশ্চয়কে অথবা সংসর্গের সম্ভাবনাকে সাধ্যরূপে বোঝাতে পারেন। সুতরাং, প্রশ্ন উঠতে পারে বৈশেষিকগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য যে পদার্থপক্ষক অনুমান প্রদর্শন করেন সেই অনুমানের সাধ্যরূপে পদার্থসমূহ পরস্পর সংসৃষ্টই হবে এইরূপ নিশ্চয়কে গ্রহণ করেন অথবা পদার্থসমূহের মধ্যে সম্ভাবিত সংসর্গকেই সাধ্যরূপে গণ্য করেন?[13] যদি পদার্থসমূহের সংসর্গের নিশ্চয়কে বৈশেষিকগণ শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্যরূপে গ্রহণ করেন তাহলে তা দোষদুষ্ট হবে। কারণ, অনাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পদসমূহ থেকে উপস্থিত পদার্থের মধ্যে সংসর্গ থাকে না। যেমন, কোনব্যক্তি শ্রোতাকে প্রতারিত করার জন্য যদি বলেন "নদী তীরে ফল রয়েছে" তা হলে, উক্ত বাক্যান্তর্গত পদ জন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গ থাকবে না। সুতরাং, পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গকে সাধ্য করলে উক্ত অনুমানে ব্যভিচার দোষ দেখা দেবে। অপরদিকে পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের সম্ভাবনাও উক্ত পদার্থপক্ষক অনুমানের সাধ্য হতে পারে না। কারণ, শাব্দবোধে পদজন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে

---

[১২] উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী,* নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃষ্ঠা: ৫৭২- ৫৭৩।

[১৩] "এতে পদার্থা মিথঃ সংসর্গবস্তু ইতি সংসৃষ্টা এবেতি নিয়মো বা সাধ্যঃ সম্ভাবিতসংসর্গা ইতি বা? ন প্রথমতঃ, অনাপ্তোক্তপদকদম্ব স্মারিতৈরণৈকান্তাৎ।"- উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী,* শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৮।

সংসর্গের নিশ্চয়ই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়ই বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধের ফল, নিশ্চয়ের সম্ভাবনা নয়। তাছাড়া, বৈশেষিকগণ শাব্দবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য "আকাঙ্ক্ষাদিমড়ি পদৈঃ স্মারিতত্বাত্'রূপ যে হেতু প্রয়োগ করেন সেই হেতুর বিষয়ীভূত "আকাঙ্ক্ষাদি" পদের দ্বারা যোগ্যতাকেও বুঝিয়ে থাকেন। পরিষ্কারকার পঞ্চানন তর্করত্ন স্পষ্টতোই বলেছেন "আদিনা যোগ্যতা পরিগ্রহঃ।"[14] অপরদিকে, চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যোগ্যতার স্বরূপ আলোচনায় দেখিয়েছি বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত এক পদার্থের সঙ্গে অপর পদার্থের সম্বন্ধের সম্ভাবনাই যোগ্যতা। সুতরাং, বৈশেষিক আচার্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত হেতুর বিষয়ীভূত "যোগ্যতা" শব্দের দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, "আকাঙ্ক্ষাদিমড়ি পদৈঃ স্মারিতত্বাত্"-রূপ হেতুর দ্বারা সংসর্গের সম্ভাবনাসাধন করলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেবে। শঙ্কর মিশ্রও তাঁর উপস্কার টীকাতে অনুরূপ আপত্তির উত্থাপন পূর্বক তার নিরসনে সচেষ্ট হয়েছেন।[15] এখানে বলা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য, শঙ্কর মিশ্র প্রমুখ আচার্যগণ পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়কে সাধ্যরূপে গণ্য করা যায় না এইরূপ পূর্বপক্ষের উপস্থাপনার অনন্তর উক্ত প্রকার সংসর্গের সম্ভাবনাও সম্ভব নয় এইরূপ পূর্বপক্ষের উপস্থাপন করেছেন। কারণ, তাঁদের অভিপ্রায় হল কেউ কেউ মনে করতে পারেন পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয় শাব্দবোধের অনুমিতিত্ব সাধক অনুমানের সাধ্য না হলেও সংসর্গের সম্ভাবনা সাধ্য হতে পারে। তাই প্রথমে সংসর্গের নিশ্চয় পক্ষের উল্লেখের পর সংসর্গের সম্ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে। শঙ্কর মিশ্রও অনুরূপ ক্রমাবলম্বনে পূর্বপক্ষরূপে "আকাঙ্ক্ষাদিমড়ি পদৈঃ স্মারিতত্ব"-রূপ হেতুর দ্বারা যে সংসর্গ নিশ্চয়রূপ সাধ্য সিদ্ধ সম্ভব সেটি প্রদর্শন করেছেন এবং পরিশেষে সংসর্গের সম্ভাবনাও যে বৈশেষিকসম্মত সাধ্য হতে পারে না- এই অভিমত প্রতিষ্ঠাপূর্বক স্বমত স্থাপন করেছেন। কিন্তু, সংসর্গের নিশ্চয়কে সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠার পর সংসর্গের সম্ভাবনার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি প্রথমে সংসর্গের সম্ভাবনা খণ্ডনপূর্বক বৈশেষিকগণের অভিপ্রেত সংসর্গের নিশ্চয়কে কীভাবে শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সে বিষয়ে আলোকপাতে সচেষ্ট হয়েছেন। শঙ্কর মিশ্রের মতে সংসর্গের সম্ভাবনা নয়, সংসর্গের নিয়ম বা নিশ্চয়ইশাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্য। সংসর্গের সম্ভাবনাকে কেন সাধ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না সেই প্রশ্নে তিনি উদয়নাচার্যেরই অনুবর্তী হয়েছেন। তিনিও মনে করেন সম্ভাবনাকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেবে।[16] কারণ, হেতুর বিষয়ীভূত "আকাঙ্ক্ষাদি" শব্দের দ্বারা যোগ্যতাকেও বোঝায়। আমরা দেখেছি যোগ্যতা বলতে বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত এক পদার্থের সঙ্গে অপর পদার্থের সম্বন্ধের সম্ভাবনাকে বোঝায়। ফলে, হেতুর বিষয়ীভূত "যোগ্যতা" শব্দের দ্বারাই সাধ্য (পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সম্ভাবনা) সিদ্ধি হয়ে যাওয়ায় পুনরায় সাধ্য সিদ্ধিরজন্য হেতু প্রয়োগ করলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেয়। সুতরাং, পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়ই শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্য। পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়কে সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলা যায়, পূর্বপক্ষিগণ কর্তৃক উত্থাপিত ব্যাভিচার দোষ অনাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বাক্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও আপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত

---

[১৪] তর্করত্ন, পঞ্চানন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, *পরিষ্কার* (বৈশেষিক সূত্রোপস্কার টীকা), কলিকাতা: বঙ্গবাসী ইলেকট্রোমেসিন প্রেস, পৃষ্ঠা: ৪৪৪।

[১৫] "নম্বেতে পদার্থাঃ সংসৃষ্টা এবেতি বা সাধ্যম্ সম্ভাবিতসংসর্গী ইতি বা?"- শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*, নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৪৯৮।

[১৬] "ন দ্বিতীয়ঃ, যোগ্যতামাত্রসিদ্ধাবপি সংসর্গানিশ্চয়ান্নিষ্কম্প প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, যোগ্যতায়াশ্চ পূর্বমেব হেতুবিশেষণত্বেন জ্ঞাতত্বাত্ কিমনুমানেনেতি চেড়়......।" তদেব, পৃষ্ঠা: ৪৯৯।

বাক্যের ক্ষেত্রে নয়।[17] কিন্তু, প্রশ্ন হল আপ্তরূপে আমরা কাকে গ্রহণ করবো? এর উত্তরে উপস্কারকার আপ্তের লক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কেবলমাত্র অপ্রতারক ব্যক্তি আপ্ত নয় কারণ, এমনও হতে পারে বক্তা প্রবঞ্চক নাহলেও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান তাঁর নেই। তাই উক্ত ব্যক্তির বাক্য থেকে শ্রোতা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন না। তাঁর মতে বক্তা যে বাক্য প্রয়োগ করছেন সেই বাক্যার্থ বিষয়ে যদি প্রকৃত জ্ঞানবান হন এবং তিনি যদি প্রবঞ্চক না হন তাহলেই তাঁকে আপ্তবক্তারূপে গণ্য করা হবে, অন্যথায় নয়। ন্যায়-সূত্রভাষ্যে বাৎস্যায়নও আপ্তের লক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে অনুরূপ অভিমতই পোষণ করেছেন। তাঁর মতে যিনি সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা পদার্থকে জেনেছেন এবং যে রূপে পদার্থকে জেনেছেন সেইরূপেই উপদেশ করেন অর্থাৎ যিনি প্রবঞ্চক নন এবং যথার্থরূপে উপদেশের সামর্থ্যও যার আছে তিনিই আপ্ত। উদয়নাচার্য পূর্বোক্ত প্রকার সমাধানের সম্ভাবনা অনুধাবন করেছিলেন এবং উক্ত সমাধানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, কোন একজন বক্তা যখন বাক্য প্রয়োগ করেন তখন তাঁর বাক্য শ্রবণপূর্বক বাক্যার্থ উপলব্ধির পূর্বে শ্রোতার পক্ষে বক্তার আপ্তত্ব নিশ্চয় সম্ভব নয়। ফলে "আপ্তোক্তত্ব"কে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করলে বাক্যার্থ বোধের পূর্বে অর্থাৎ, সাধ্য সিদ্ধির পূর্বে আপ্তোক্তত্বের জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় হেতুর বিশেষণের জ্ঞান সম্ভব হবে না। বিশেষণের জ্ঞান সম্ভব না হলে বিশেষণ বিশিষ্টবিশেষ্যরূপ হেতুর জ্ঞানও সম্ভব হবে না। ফলে উক্ত হেতুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধিই সম্ভব হবে না। সুতরাং, আপ্তোক্তত্বকে পদার্থসমূহের সংসর্গবোধের সাধক হেতুর বিশেষণরূপে গণ্য করা যায় না। আর স্থল বিশেষে যদি আমরা কোন একজন বিশেষ বাক্যের বক্তাকে আপ্তরূপে গণ্যও করি, যেমনটি উপস্কারকার পরবর্তীকালে প্রদর্শন করেছেন, তাহলেও ব্যভিচারের আশঙ্কা থেকেই যায়। যেমন, সাধারণত আমরা আমাদের পিতা- মাতাকে তাঁদের বক্তব্য বিষয়ে অভ্রান্ত বা আপ্তরূপে গণ্য করি। তবে অনেক সময় দেখা যায় তাঁদের বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের অভাব রয়েছে। তবে এমন নয় যে তাঁরা কখনোই কোন বিষয়েই আপ্ত নন। অনেক বিষয়েই তাঁরা আপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি যাঁরা আধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয়ে থাকে তাঁরাও কোন কোন সময় আপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু, অসর্বজ্ঞ পুরুষমাত্রেরই যেহেতু ভ্রান্তি হতে পারে তাই ভ্রান্তি বশতঃ তাঁরা কোন একটি বাক্য বিষয়ে অনাপ্ত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রযুক্ত বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের অভাব থাকায়ব্যভিচার দোষ দেখা দেবে। সুতরাং, সামান্যতঃ আপ্তত্ব নিশ্চয়ের মাধ্যমে হেতুর নিশ্চয়ের যে উপায় বৈশেষিকগণ প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশিষ্ট নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর শব্দশক্তি প্রকাশিকা শীর্ষক গ্রন্থে এই পদার্থপক্ষক অনুমানটিকেই ভিন্ন এক আকারে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বিশেষ ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। পদার্থপক্ষক অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এই আকারটি অভিনবত্বের দাবী রাখে, তাই এখানে জগদীশ প্রদত্ত আকারটি উল্লেখ করা হল: "গৌরস্তিতাবান্ স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্বাত্ ঘটবত্, অস্তিপদসমভিব্যাহৃত-গৌঃপদস্মারিতত্বাদ্ বা চক্ষুর্বদিত্যাদ্যনুমানত এবাস্তস্বয়ধিয়োহন্যথাসিদ্ধিঃ" [18] এইরূপ অনুমানের দ্বারা গো প্রভৃতি ধর্মীতে অস্তিত্বের অনুমিতি সম্ভব হওয়ায় অনুমিতির অতিরিক্ত বাক্যার্থবোধ নামক পৃথক প্রমিতি স্বীকার ব্যর্থ। বৈশেষিক সম্মত এইরূপ অনুমানের দ্বারা গো পদার্থরূপ পক্ষে অস্তিত্বরূপ সাধ্য অনুমিত হয় বলে উক্ত অনুমানটি পদার্থপক্ষক অনুমানরূপে প্রসিদ্ধ।

---

১৭ "ননু নদীতীরে পঞ্চ ফলানি সন্তীতানাপ্তবাক্যে ব্যভিচারাগ্নে দমনুমানমিতি চেন্ন, আপ্তোক্তত্বেনাপি বিশেষণাড়"- তদেব, পৃষ্ঠা: ৪৯৭।

১৮ জগদীশ তর্কালঙ্কার, ২০১৪, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, শ্রী গঙ্গাধর কর (অনুঃ) কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি,পৃষ্ঠা: ৪৬।

ন্যায়সম্মত শব্দ প্রমাণ এবং বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়মতের পক্ষে সাধক যুক্তি:- নৈয়ায়িক মতে অনুমিতি উৎপত্তির প্রক্রিয়াই যে কেবলমাত্র বাক্যার্থবোধ উৎপত্তির প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন তা নয়, উভয়ের কারণকূট, করণ অংশেও প্রভেদ বর্তমান। শাব্দবোধের প্রক্রিয়া শুরু হয় পদ শ্রবণ জন্য। তদনন্তর পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের স্মরণ উৎপন্ন হয় (শক্তি ও লক্ষণার অন্যতর সম্বন্ধরূপ বৃত্তি দ্বারা পদজন্য পদার্থের স্মরণ বুঝতে হবে) তারপর শাব্দবোধ হয়। শাব্দবোধ বা বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থের মধ্যে অন্বয় বোধের প্রতি পদজ্ঞান, পদার্থের স্মরণ সাক্ষাৎ কারণ। পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের স্মরণ আবার পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এবং তাৎপর্য এই সকল বিষয়ের জ্ঞান হল শাব্দবোধের প্রতি সহকারী কারণ। অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, পরামর্শ ব্যাপার আর অনুমিতি হল ফল। এক্ষেত্রে প্রথমে পক্ষধর্মতার জ্ঞান তদনন্তর ব্যক্তি স্মরণ তারপর পরামর্শ (পরামর্শ জ্ঞানটি ব্যাপ্তিবিশিষ্ঠ পক্ষধর্মতার জ্ঞানে অপেক্ষা রাখে) এই ক্রমে অনুমিতির উৎপত্তি হয়।বোঝাযাচ্ছে অনুমিতির ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞান কারণরূপে আবশ্যক নয়; যা বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। উপরন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি আবশ্যক যা বাক্যার্থবোধস্থলে অপ্রয়োজনীয় তাই জ্ঞান দুটি পৃথক মানতেই হবে।

আমরা উভয় জ্ঞানের স্বরূপাংশে যে ভেদ আছে সেই বিষয় উল্লেখ করবো। যেমন, 'ঘটাদন্যঃ' এইরূপ বাক্যস্থলে পঞ্চম্যন্ত 'ঘট' পদের পর প্রথমান্ত 'অন্য' পদের প্রয়োগ হয়েছে। ফলে আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞানজন্য ঘটগত প্রতিযোগিতার নিরূপক যে ভেদস্বরূপ 'অন্যত্ব' সেই অন্যত্বকে বিশেষণ করে তার আশ্রয়ের অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যত্বের আশ্রয় হল বিশেষ্য। তবে এই আশ্রয়টি যে কোন্‌টি তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না বলে উক্ত বিশেষ্যের কোন অবচ্ছেদক স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ উক্ত বিশেষ্যটি নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতারূপে প্রতীয়মান হবে। ফলে 'ঘটাদন্যঃ' বাক্যজন্য শাব্দবোধটি নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক হবে।'[19] কিন্তু অনুমিতি কখনোই নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক হয় না। কিন্তু, 'ঘটাদন্যঃ' এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হলে তা হতে 'ঘটভিন্ন' বা 'ঘটভেদবিশিষ্ট' এইরূপ শাব্দবোধে পটাদি পদার্থ বিষয় হলেও পটত্বাদিরূপে বিষয় হয় না। কারণ, পটাদি পদার্থের উপস্থাপক কোনও শব্দ (পটাদি শব্দ) এই বাক্যে নেই। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যের অর্থ (ঘটভেদবিশিষ্ট) বিশেষণ হওয়ায় এখানে বিশেষ্য বাচক পটাদিপদ অধ্যাহার করতে হয়। নিয়ম হল, যে ধর্মরূপে যে পদার্থ কোন পদের দ্বারা উপস্থিত হয়, সেই ধর্মরূপে সেই পদার্থই শাব্দবোধের বিষয় হয়। উক্ত স্থলে 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যে পট পদ নেই। সুতরাং পটত্বাদিরূপে পটাদি পদার্থ এখানে কোনোভাবেই উপস্থিত হতে পারছে না এবং পটত্বাদিরূপে পটাদি পদার্থও শাব্দবোধের বিষয় হতে পারে না। এই পটাদি পদার্থবিষয়ক শাব্দবোধে পটত্বরূপ ধর্মের দ্বারা পটপদার্থ অবচ্ছিন্ন না হওয়ায় এই বোধ নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক শাব্দবোধই হবে। কিন্তু অনুমিতির বিশেষ্য সবসময় বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবেই। যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান' এই অনুমিতিতে পর্বতে বহ্নি বিশেষণরূপে বিষয় হওয়ায় পর্বত হয় বিশেষ্য, আর পর্বতত্ব হয় বিশেষ্যতার অবচ্ছেদক। এখানে পর্বতত্ব ধর্মবিশিষ্ট পর্বতে বহ্নিব্যাপ্য ধুমের জ্ঞান হয় বলে পর্বতত্বরূপেই পর্বতে বহ্ন্যনুমিতি হয়; কেবল 'বহ্নিমান' -এরূপ অনুমিতি কখনও হয় না। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যের দ্বারা নিরবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাক শাব্দবোধ অনুমানের দ্বারা কিছুতেই নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। কেবল 'বহ্নিমান' -এরূপ অনুমিতি যেমন অসম্ভব, তেমনি কেবল 'ঘটভেদবিশিষ্ট' এইরূপ অনুমিতিও অসম্ভব।

---

[১৯] "কিঞ্চ ঘটাদন্য ইত্যাদি বাক্যাদ্ ঘটপ্রতিযোগিতাকান্যত্বাদিপ্রকারেণ নিরবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাকো ঘটান্যস্য বোধঃ সর্বজনসিদ্ধঃ, ...।" জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৯।

অনুমিতি পক্ষেই হয়ে থাকে এবং অনুমানবাক্যে পক্ষ (বিশেষ্য) পদের উল্লেখ থাকায় তা অনুমিতিতে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক পর্বতত্বাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবেই। সুতরাং শব্দপ্রমাণকে অনুমান হতে অতিরিক্ত প্রমাণরূপেই স্বীকার করতে হয়।

বৈশেষিকগণ বলতে পারেন 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্য থেকে শাব্দবোধের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যজন্যবোধকে অনুমিতির অন্তর্ভাব প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, বৈশেষিকগণের অভিপ্রায় হল বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব প্রতিষ্ঠার বাধক দৃষ্টান্তরূপে নৈয়ায়িকগণ যে বাক্য প্রদর্শন করেছেন সেই বাক্যের দ্বারা বাক্যার্থবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রদর্শিত না হলে পূর্বোক্ত আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং নৈয়ায়িকগণকে 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যজন্য বাক্যার্থবোধের স্বরূপ ব্যক্ত করতে হবে। বৈশেষিকগণের উক্তপ্রকার অভিপ্রায় উপলব্ধি করেই নৈয়ায়িকগণ বলেন পঞ্চম্যন্ত 'ঘট' ইত্যাদি সাকাঙ্ক্ষপদোত্তর 'অন্য' পদ প্রয়োগজন্য আকাঙ্ক্ষাদিজ্ঞানত্বপুরস্কারে 'ঘটপ্রতিযোগিতাক অন্যত্বপ্রকারক তদাশ্রয় বিশেষ্যক বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হতে পরে। এক্ষেত্রে বাক্যার্থবোধে বিশেষ্যটি কোন অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়নি। ফলে নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ন্যায় এবং বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে, নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক অনুমিতি স্বীকার করা যায় না। বৈশেষিকগণ নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক অনুমিতি স্বীকার না করায় 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যস্থলে উৎপন্ন নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক অন্বয়বোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই 'বাক্যার্থবোধ অনুমিতি' বৈশেষিকগণের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, পঞ্চম্যন্ত ঘটপদসাকাঙ্ক্ষ অন্যপদস্মারিতত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করে ভেদত্বপুরস্কারে ভেদে (পক্ষে) ঘটপ্রতিযোগিতাকত্ব সিদ্ধ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে অনুমানের আকারটি হবে 'ভেদো ঘট প্রতিযোগিতাকঃ পঞ্চম্যন্তঘটপদসাকাঙ্ক্ষান্যপদস্মারিতত্বাৎ'। সুতরাং বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত প্রমিতিরূপে স্বীকার করা অনাবশ্যক; এটি অনুমিতিরই অন্তর্ভুক্ত।

বৈশেষিকগণের এইরূপ অভিপ্রায় কল্পনা করে নৈয়ায়িকগণ বলতে পারেন পূর্বোক্ত প্রকার অনুমানের দ্বারাও বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ, 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি স্থলে ঘটপ্রতিযোগিতাকভেদবান্-এইরূপে যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় সেই শাব্দবোধে ঘটপ্রতিযোগিতাক ভেদ বা অন্যত্ব প্রকার হয়ে থাকে। ফলে উক্ত বোধে ভেদ বা অন্যত্বটি নিরবচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ শুদ্ধরূপে ভাসমান হয়। তাই উক্ত অনুভবে শুদ্ধ ঘটান্যত্বপ্রকারে ঘটান্যের অর্থাৎ পটাদির বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু 'ভেদোঘট প্রতিযোগিতাকঃ' ইত্যাদি অনুমিতিতে ভেদ বা অন্যত্বটি নিরবচ্ছিন্নরূপে ভাসমান হয়না, ভেদত্বপুরস্কারে ভেদ বা অন্যত্বই ভাসমান হয়। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি স্থলে উৎপন্ন বোধকে অনুমিতিরূপে গণ্য করা যাবে না। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে বলা যেতে পারে 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্য থেকে কোন শাব্দবোধই উৎপন্ন হয় না। তাঁদের মতে, 'অন্য' পদটি শক্ত নয়, লাক্ষণিক পদ। এই লাক্ষণিক পদের দ্বারা ঘটান্যরূপ অর্থের বোধ হয়। অপরদিকে 'ঘট' পদটি লাক্ষণিক অর্থের তাৎপর্যের গ্রাহক। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' বাক্য থেকে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ঘটান্যত্বপুরস্কারে ঘটের স্মরণাত্মক বোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে, কোন বিশিষ্ট বোধ (শাব্দবোধ বা অনুমিতি) উৎপন্ন হয় না। এইরূপ অভিমতের বিরুদ্ধে বলা যায় বিশিষ্ট অর্থের বোধক বাক্যস্থলে যদি একটি পদের বিশিষ্ট অর্থ স্বীকার করা হয় তা হলে 'ঘটহস্তি' ইত্যাদি সকল বাক্যস্থলেও বিশিষ্ট অর্থের অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট ঘটের স্মরণ স্বীকার করতে হবে। ফলে 'অস্তিত্ববিশিষ্ট ঘট' এই আকারের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বাক্যার্থবোধ স্বীকার করা যাবে না। অর্থাৎ বাক্যার্থবোধের বা অন্বয়বোধের অপলাপের প্রসক্তি হতে পারে।

সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যজন্য লক্ষণার দ্বারা ঘটান্যত্বপুরস্কারে ঘটান্যের বিশিষ্ট স্মৃতিউৎপন্ন হবে, বাক্যার্থবোধরূপ বিশিষ্ট অনুভব হবে না বৈশেষিকগণের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। 'ঘটাৎ ভিন্ন' এই প্রকার বাক্য থেকে যে অন্বয়বোধ বা, বাক্যার্থবোধই হয়, অনুমিতি হতে পারে না তার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে আরও বলা যায়, 'ঘটাৎ ভিন্ন' - এখানে বিশেষ্যের কোনো উল্লেখ নেই। তাই সেই বিশেষ্যটির বিশেষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্য নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তাই এখানে অনুমান সম্ভব নয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝানো যায়। যেমন, আমরা যখন পর্বতে বহ্নির অনুমান করে বলি "পর্বতঃ বহ্নিমান্" অর্থাৎ পর্বতে বহ্নি আছে তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে যা বোঝাতে চাই তা হলো: পর্বতত্বাবচ্ছিন্ন পর্বতে বহ্নি আছে। অর্থাৎ অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ্যের উল্লেখ আবশ্যক এবং উক্ত বিশেষ্যটির বিশেষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্য নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। যদিও বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে তার আবশ্যকতা নেই। যদি কেউ বলেন, অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ্যতা নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান স্বীকার করবো না, তাহলে তার উত্তরে বলাযায়, অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ্যতা নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান যদি না মানা হয়, তাহলে পক্ষের দোষ বা, হেত্বাভাস স্বীকার করা যাবে না।

সুতরাং বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুসারে বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলে 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যজন্য বোধের উপপাদন সম্ভব নয়। অতএব সাকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদার্থের উপস্থিতি মূলে তৎ তৎ পদার্থের সংসর্গ বিষয়ক যে বিশিষ্ট বোধ উৎপন্ন হয় তা প্রত্যক্ষত্বাদি বিলক্ষণ শাব্দত্বজাত্যবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রমিতি। এই আকারের শাব্দবোধ সম্ভব হলেও এই আকারের অনুমিতি কখনোই সম্ভব নয়। সেই কারণে বাক্যার্থবোধকেঅনুমিতি স্বরূপ বলা যাবে না।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা আরও দেখি যে কোনও বাক্য প্রযুক্ত হলে শ্রোতা সেই বাক্য শ্রবণ জন্য জ্ঞান বিশেষ লাভ করেছেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় তিনি কীভাবে উক্ত বিষয়টি জানলেন? তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতা উত্তর দেন, শব্দের সাহায্যে বা, বাক্যের সাহায্যে তিনি উক্ত জ্ঞান লাভ করেছেন। কাজেই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার দ্বারা এটিই প্রতিপাদিত হয় যে বাক্যার্থবোধ, শব্দ তথা বাক্য শ্রবণজন্যই উৎপন্ন হয়েছে। তাই 'বাক্যার্থবোধ অনুমিত্যাত্মক'– একথা প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সেই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়। বর্তমানে এইটুকু বলাই সম্ভব যে, বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মত স্বীকার করলে তাকে অত্যন্ত জটিল বলেই স্বীকার করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী,* নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি।

২। উদয়নাচার্য, ২০১৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পষদ।

৩। জগদীশ তর্কালঙ্কার, ২০১৪, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* শ্রী গঙ্গাধর কর (অনুবাদক) কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি।

৪। তর্করত্ন, পঞ্চানন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, *পরিষ্কার* (বৈশেষিক সূত্রোপস্কার টীকা), কলিকাতা: বঙ্গবাসী ইলেকট্রোমেসিন প্রেস।

৫। মহর্ষি কণাদ, ১৩১৩ সন, *বৈশেষিক-দর্শনম্,* শ্রী পঞ্চানন তর্কারত্ন (সম্পাদিত) কলিকাতা: বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেশিন প্রেস।

৬। মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৬, *ন্যায় দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (প্রথম খণ্ড),* মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

৭। মহর্ষি গৌতম, ২০১৫, *ন্যায় দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (দ্বিতীয় খণ্ড),* মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

৮। শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার,* নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

৯। শ্রী জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* শ্রীমধুসূদন ন্যায়াচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ।